1. When did the 'Operation Big Bird' take place?

a. 25 March*

b. 17 April

c. 14 December

d. 15 August

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন বিগ বার্ড' অভিযান পরিচালিত হয়।
- 'অপারেশন বিগ বার্ড' হলো বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি করার অভিযান।
- ২৫ মার্চ কাল রাতের অপারেশন সার্চলাইটে বঙ্গবন্ধুর কোডনেম ছিলো 'বিগ বার্ড' ।
- এর নেতৃত্বে ছিলেন পাকিস্তান আর্মির ব্রিগেডিয়ার জহির আলম খান এবং মেজর বেলাল।
- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের রেডিও বার্তা ছিলঃ 'The Big Bird in Cage'
- মুক্তিযুদ্ধকালীন অন্যান্য অপারেশন হলো:

অপারেশন	সংঘটনের সময়	পরিচয়
অপারেশন সার্চলাইট	২৫ মার্চ মধ্যরাত	পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক বাহিনীর গণহত্যা অভিযান
অপারেশন জ্যাকপট	১৫ আগস্ট	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌ-সেক্টর পরিচালিত গেরিলা অপারেশন
অপারেশন ক্লোজ ডোর	শেষ হয় ১৭ মার্চ ১৯৭২	মুক্তিযুদ্ধের পর অবৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার অভিযান

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া।

2.Who was the first independent and sovereign king of Bengal?

a. Shashank*

b. Gopal

c. Kautilya

d. Alexander

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বাংলার গৌড় সাম্রাজ্যের সার্বভৌম নৃপতি ও বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা।

- তিনি ৬০৬ অব্দের কিছু পূর্বে গৌড়ের রাজা হয়েছিলেন।
- ঐতিহাসিকদেও মতে তিনি ৫৯৩-৬৩৮ ক্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।
- তাঁর উপাধি ছিলো 'মহারাজাধিরাজ'।
- তাঁর রাজধানী ছিলো কর্ণসুবর্ণে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ)
- প্রথম পাল রাজা গোপাল বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- কৌটিল্য বা চানক্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী।
- আলেকজান্ডার ছিলেন গ্রিক বীর।

তথ্যসূত্র:বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় -নবম দশম শ্রেণি।

3.Who called Bengal as 'Dojok-e-pur Niamat'?

a. Fa-Hien

b. Hiuen Sang

c. Ibn Battuta*

d. Ma -huan

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: মরক্কোর মুসলিম পর্যটক ,চিন্তাবিদ ও বিচারক ইবনে বতুতা বাংলাকে 'দোযখ-ই-পুর বা নিয়ামত পূর্ণ দোযখ' বলে অভিহিত করেন।

- তিনি ১৩৩৩ সালে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় ভারতে আসেন।

- ১৩৪৫-৪৬ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের শাসনামলে বাংলায় আসেন। সে সময় বাংলা বিভিন্ন ধরণের ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলো। একই সাথে এসময় বাংলায় অনেক যুদ্ধবিগ্রহ বিরাজমান ছিলো। তাই তিনি বাংলার নাম দিয়েছিলেন 'দোযখ-ই-পুর নিয়ামত'।
- ইবনে বতুতার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল রেহেলা' তে বাংলার অপরুপ সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।
- ফা-হিয়েন ছিলেন চৈনিক তীর্থযাত্রী। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ৪০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসেন ।
- হিউয়েন সাঙ ছিলেন চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু,পর্যটক,অনুবাদক ও পরিব্রাজক। তিনি ৬৩০ খিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের আমলে ভারতে আসেন।
- মাহুয়ান ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে ভারতে আসেন।

4.The first Bengali martyred fighting against the East India Company is-

a. Surjasen
b. Titumir*
c. Haji Shariatullah
d. Ila mitra

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহিদ হওয়া প্রথম বাঙ্গালি হলেন তিতুমীর (প্রকৃত নাম মীর নেছার আলী)।

- তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন যা 'বারাসাতের বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।
- ১৯ নভেম্বর,১৮৩১ সালে ইংরেজদের আক্রমনে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হলে তিনি নিহত হন।
- মাস্টারদা সূর্যসেন ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাদীনতা আন্দোলনের নেতা। তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয় ১৯৩৪ সালে।
- হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনাকারী নেতা।
- ইলা মিত্র ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী।

তথ্যসূত্র:বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন -১৯৭১):মাহবুবুর রহমান।

5.Which of the following councils was formed on January 31, 1952?

a. All-Party Central National Language Struggle Council*
b. All-Party National Language Struggle Council
c. National Language Struggle Council
d. Tammadun Majlish

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ১৯৪৮ সাল শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলনকে সফল করতে ভাষা সৈনিকরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

- সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি। এর আহবায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব এবং সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী।
- রাষ্ট্রভাষার দাবিতে গঠিত অন্যান্য পরিষদসমূহ হলো:

আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর নাম	আহবায়ক	গঠনের সময়
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (২য়)	শামসুল আলম	২ মার্চ, ১৯৪৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	আব্দুল মতিন	১১ মার্চ, ১৯৫০

সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	কাজী গোলাম মাহবুব	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২

উৎস: বাংলাপিডিয়া এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

তথ্যসূত্র:বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন -১৯৭১):মাহবুবুর রহমান।

6.In Which points of the six points of 1966, the powers of revenue and taxation have been mentioned?

a. Points no. 3
b. Points no. 5
c. Points no 4*
d. Points no. 6

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত বাঙ্গালির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা নামে পরিচিত ছয় দফা প্রথম উত্থাপিত হয় ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে।

- আনুষ্ঠানিক ভাবে ছয় দফা ঘোষিত হয় ২৩ মার্চ,১৯৬৬ সালে।
- ছয় দফা উত্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ছয় দফার ৪ নং দফায় প্রাদেশিক অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।
- ৪ নং দফায় বলা হয়েছে- কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরুপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্য হবে।
- ছয় দফার অন্য ৫টি দফা হলো-
  - প্রথম দফা:শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি
  - দ্বিতীয় দফা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
  - তৃতীয় দফা: মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
  - পঞ্চম দফা: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা
  - ছয় দফা:আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা

  তথ্যসূত্র:বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন -১৯৭১):মাহবুবুর রহমান।

7.Who was the finance and commerce minister of Mujibnagar government?

a. Captain M Mansoor Ali*
b. AHM Kamruzzaman
c. Khandaker Mushtaq Ahmed
d. Tajuddin Ahmed

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সঠিকপথে পরিচালনা করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় (মুজিবনগর) গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম প্রবাসী সরকার ও অস্থায়ী সরকার।

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে কলকতার ৮নং থিয়েটার রোডে এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল (মুজিবনগর দিবস)

  মুজিবনগর সরকারের সদস্যরা হলেন-

নাম	পদবি
১.বঙ্গবন্ধু মেখ মুজিবুর রহমান	- রাষ্ট্রপতি
২.সৈয়দ নজরুল ইসলাম	- উপরাষ্ট্রপতি
৩. তাজউদ্দিন আহমেদ	- প্রধানমন্ত্রী
৪.ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	- অর্থ,বাণিজ্য এবং শিল্প ও পরিবহণ

৫.খন্দকার মোশতাক আহমেদ - পররাষ্ট্র,আইন এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী

৬. এ এইচ এম কামরজ্জামান -স্বরাষ্ট্র ,সরবরাহ,ত্রান পুনর্বসন এবং কৃষি মন্ত্রী

তথ্যসূত্র:বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন -১৯৭১):মাহবুবুর রহমান।

8.When 'Amar Sonar Bangla' was accepted as the national anthem of Bangladesh?

a. March 3, 1971*
b.March 2, 1971
c. March 7, 1971
d.March 1, 1971

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: 'আমার সোনার বাংলা ' সংগীতটি ১৯৭১ সালের ৩মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।

- ১৯০৫ সালে জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি রচনা করেন।
- সংগীতটি রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' গ্রন্থের 'স্বরবিতান' এর অংশভুক্ত।
- মূল কবিতায় ২৫ টি লাইন থাকলেও প্রথম ১০ লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় ৪ লাইন।
- জাতীয় সংগীতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
- জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক হলেন সৈয়দ আলী আহসান।
- ১ মার্চ,১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।
- ২ মার্চ,১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়।
- ৭মার্চ,১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু 'রেসকোর্স ময়দানে' ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

তথ্যসূত্র:বাংলার ইতিহাস (১৯৫৭-১৯৭১):ড.সৈয়দ মোয়াজ্জেম, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন -১৯৭১):মাহবুবুর রহমান ।

9.Who was the last among the heroes killed in the independence war of Bangladesh?

a. Munshi Abdur Rauf
b. Captain Mohiuddin Jahangir*
c. Ruhul Amin
d. Noor Mohammad Sheikh

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্মানসূচক খেতাব হলো ৪টি। যথা বীরশ্রেষ্ঠ (৭),বীর উত্তম (৬৭),বীর বিক্রম (১৭৪),বীর প্রতীক (৪২৬)।

- বীরশ্রেষ্ঠ হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদ।
- ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে প্রথম শহিদ (৮ এপ্রিল, ১৯৭১) হয়েছিলেন ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ। তাঁর সমাধি রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত।
- সর্বশেষ নিহত (১৪ ডিসেম্বর,১৯৭১) বীরশ্রেষ্ঠ হলেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।
- ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মুক্তিযুদ্ধের ৭ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন।
- ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সমাধি চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে অবস্থিত।
- স্কোয়াড্রন লিডার রুহুল আমিন ১০ নং সেক্টরে দায়িত্ব পালন করার সময় ১০, ডিসেম্বর,১৯৭১ সালে শহিদ হন।

- ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ৮ নং সেক্টরে যুদ্ধ করার সময় ৫ সেপ্টম্বর,১৯৭১ সালে শহিদ হন।

তথ্যসূত্রঃবাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন -১৯৭১):মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়।

10.Which of the following content was not in the speech of March 7?

a. Revocation of martial law
b. Investigation of genocide
c. Re-selection claim*
d. Devolution of power to elected representatives

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে শুরু হওয়া এ ভাষণের ব্যাপ্তি ছিলো ১৮ মিনিট। এখানে তিনি ঘোষণা করেন ‘ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’।

- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু ছিলো ৪টি। যথা-
  ১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করা
  ২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া
  ৩. গণহত্যার তদন্ত করা
  ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা।